গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

<u>কর্মসূচির প্রতিবেদন</u>

ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষগার কর্মসূচি

(Mobile Seed Testing Laboratory Programme)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

গাজীপুর-১৭০১ ।

কর্মসূচির বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ খ্রিঃ

ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষগার কর্মসূচি

কর্মসূচির প্রতিবেদন

০১. কর্মসূচির নাম : ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষগার কর্মসূচি

০২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

০৩. বাসত্মবায়নকারী সংস্থা : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

০৪. কর্মসূচিভুক্ত এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১টি- ঢাকা	৩টি- কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও গাজীপুর (সদর দপ্তর)	৭টি- শেরপুর জেলার সদর, নকলা ও নালিতাবাড়ী উপজেলাসমূহ, কিশোরগঞ্জ জেলার সদর, হোসেনপুর ও পাকুন্দিয়া উপজেলাসমূহ এবং গাজীপুর সদর (সদর দপ্তর)

০৫. কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

১. বীজ পরীক্ষা সুবিধা দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে কৃষকদের সংরক্ষিত ও ব্যবহৃতব্য বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান সম্পর্কে তাদের অবহিতকরণ।

২. বীজের বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে ডিলারদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

৩. মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।

০৬. কর্মসূচীর ব্যয়ঃ 193.024 লক্ষ (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা;

০৭. অনুমোদনের তারিখ: ১১/০২/২০১৪

০৮. কর্মসূচির বাসত্মবায়নকাল: জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ খ্রিঃ পর্য□□□

09. কর্মসূচি পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদি:
মো: হাসান কবীর
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর □

১0. অর্জন

অর্জন
কর্মসূচির আওতায় একটি বিশেষায়িত মেটিরিয়ান সংগ্রহ করে বীজ পরীক্ষর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করে সেটিকে একটি ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষগারে পরিণত করা হয়েছে এবং কর্মসূচিভুক্ত এলাকার কৃষকদের কাছাকাছি উপজেলা পর্যায়ে গিয়ে তাদের সংরক্ষিত বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হচ্ছে। এতে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
কর্মসূচিভুক্ত এলাকার বীজ ডিলারদের দোকান হতে বীজ সমুনা সংগ্রহ করে বীজ পরীক্ষাগারে সেগুলির মান যাচাই করে ফলাফল প্রদান করা হয়। এতে বিক্রয়ের জন্য মজুদকৃত বীজের মান সম্পর্কে ডিলারগণ জানতে পারেন এবং নিম্নমানসম্পন্ন বীজ বিক্রয় বন্ধ রাখতে পারেন বা সম্ভবমতে মান উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া বীজের মান, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বীজমান পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল এর ওপর প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে ডিলারদের অমত্মর্ভূক্ত করার ফলে তারা এ সকল বিষয়ে অবহিত হয়েছেন যা তাদের ব্যবসায়িক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরম্নত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে এবং কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তিতে অবদান রাখবে।
কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনজিও প্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বীজ উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক এবং বীজ ডিলারদের জন্য বীজের মান, মানসম্পন্ন বীজের গুরম্নত্ব ও সনাক্তকরণ, মানসম্পন ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন ও বীজমান পরীক্ষার উপর উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এতে কৃষকগণ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ফলে মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং নিমণমানের বীজ ব্যবহার হ্রাস পাবে। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের উৎপাদনশীলতা ও ফলন বৃদ্ধির ফলে কৃষক-কৃষাণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। এটি সার্বিকভাবে দেশের স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অবদান রাখবে।

১1. কর্মসূচির বাসত্মবায়নোত্তর অবস্থা ও ফলাফল বিশেস্নষণ:

১1.১. কর্মসূচির প্রভাব:

প্রত্যক্ষ প্রভাব: মানসম্পন্ন বীজের গুরুত্ব ও উৎপাদন কৌশল এবং বীজ পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ফলে বীজ উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক-কৃষাণী, বীজ ডিলার ও সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গ বীজের গুণগত মান সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, ভাল বীজ ব্যবহারের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং বীজ বপনের পূর্বে পরীক্ষাকরে/করিয়ে তার মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়েছেন। বীজ উৎপাদনকারী কৃষক-কৃষাণীর সংখ্যা এবং মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এটি অবদান রাখছে।

পরোক্ষ প্রভাব: আধুনিক বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষার পদ্ধতির ওপর স!শিস্নষ্টগণ ধারণা এবং প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। এতে ভাল জাতের অধিক পরিমাণ বীজ কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাবে। কর্মসূচিটি বাসত্মবায়ন এবং মানসম্পন্ন বীজ ও বীজ পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ফলে সর্বসত্মরে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বীজ পরীক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্থানীয় অফিসসমূহে সরবরাহের ফলে সেগুলিতে বীজ পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। কৃষক কৃষাণীগণ ঐ সকল স্থান হতেও তাদের বীজের মান পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারবেন। এতে নিমণমানের বীজ ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং বীজ প্রতারণার সুযোগ কমে আসবে।

১1.২ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন:

কর্মসূচিভুক্ত এলাকার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক এবং বীজ ডিলারদেরকে আধুনিক বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজের গুণগতমান পরীক্ষার

পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বীজ পরীক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্থানীয় অফিসসমূহে সরবরাহের ফলে সেগুলিতে বীজ পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। নতুন উদ্ভাবনী প্রয়াস হিসেবে বীজ পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধাসহ ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষারগার মোটরযান স্থাপিত হয়েছে এবং ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগারের কাজের সহায়ক বিধায় কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, গাজীপুরে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

১১.৩ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বীজ উৎপাদনকারী কৃষক-কৃষাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু স্বাভাবিক ফসল উৎপাদনের চেয়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য অধিক শ্রমের দরকার, তাই কর্মসূচিটি আওতাভুক্ত এলাকায় কৃষক-কৃষাণীর **কর্মসংস্থান সৃষ্টি** করতে সক্ষম হয়েছে এবং বিশেষত: ফসল সংগ্রহ পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.৪ কর্মসূচির স্থায়ী প্রভাব:

কৃষক-কৃষাণী, বীজ ডিলার ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর তাদের জ্ঞান, সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসসমূহে বীজের গুণগতমান নির্ণয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনজিও প্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বীজ উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক এবং বীজ ডিলারদের মধ্যে মানসম্পন্ন বীজে ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে।

এ সকল চর্চা অব্যাহত থাকবে এবং অধিক পরিমাণ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে।

১১.৫ জন প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিকমন্ডলী, ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দ, মহিলা প্রতিনিধি প্রমুখের মতামত:

কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও মহিলা প্রতিনিধিগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তারা ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও তা আরও বিসম্প্রত করার পক্ষে তাদের মতামত ও দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেল ও ইন্টারনেটে এ উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচিটির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

১২.০ <u>কর্মসূচি পরিচালকের মন্তব্য ও সুপারিশ:</u>

মমন্তব্য: ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচিটি এ জাতীয় প্রথম ইনোভেটিভ উদ্যোগ। কর্মসূচিটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং পাইলট কর্মসুচি হিসেবে এটি উপকারভোগী কৃষক-কৃষাণীসহ সংশিস্নষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও ইতিবাচক সাড়া জাগিয়েছে। দেশের বীজের মোট চাহিদার প্রায় ৭৫% বীজ কৃষক পর্যায় থেকে পূরণ হয়ে থাকে। তাই মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, ব্যবহার ও কৃষক পর্যায়ে বীজ পরীক্ষা সুবিধার মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি তথা স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও বজায় রাখার পক্ষে এ জাতীয় কর্মসূচি অবদান রাখতে পারে। যেহেতু বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষার জন্য প্রজাতিভেদে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে, তাই ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগারের স্বল্পকালীন অবস্থানে বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা সম্ভব হয় না।

সুপারিশ:

১। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে এ জাতীয় কর্মসূচি চালু রাখা যেতে পারে যাতে সংগৃহীত ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার মোটরযানটি ব্যবহৃত হয় এবং কৃষকদের দোরগোড়ায় বীজ পরীক্ষার সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা যায়।

২। কর্মসূচি পরিচালককে দাপ্তরিক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নিয়োজিত না করে এলআর পদের বিপরীতে পদায়ন করা হলে ভালভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৩। কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাসম্প্রবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট, যানবাহন সুবিধা এবং জনবল সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪। সমাপ্ত কর্মসূচির কলেবর বৃদ্ধি করে এটিকে প্রকল্প আকারে ক্রমান্বয়ে সারা দেশে সম্প্রসারিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধি (১ দিনের স্থলে ৩ দিন মেয়াদী) করা যেতে পারে।

৬। বীজের বাজার ও দোকান পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যাদি জোরদার করা আবশ্যক।